# আমার কোরআন আমার ভালোবাসা

কোরআনের সাথে ভালোবাসার অনবদ্য গল্প

ফাহমিদা মুন্নী

সাজিদ
পাবলিকেশন

# উৎসর্গ

আমার সেই বাবা-মা, যারা তাদের বুকের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে, পরম মমতায় আগলে রেখে আমাকে এই পৃথিবীর সমস্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, আর আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমার মহান রবের কাছে তাদের দোয়ার হাত তুলেছেন।

আর আমার সেই সকল শিক্ষকের জন্য, যারা আমার মতো অযোগ্য এক ছাত্রীকে আরবী ভাষার খুঁটিনাটি বিষয় শেখাতে গিয়ে তাদের দিনরাতের ঘুম পরিত্যাগ করেছেন, যারা আমার সাফল্যে আনন্দিত হয়েছেন, হতাশার সময়ে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন, আর একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমার হাত ধরে আমাকে আলোকিত জ্ঞানের এক মহাসড়কে উঠিয়ে দিয়েছেন।

# প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কোরআন নাজিল করেছেন। দুরুদ ও সালাম প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি বিশ্ববাসীকে কোরআনের আলোকিত পথ দেখিয়েছেন।

কোরআনের সাথে ভালোবাসার অনবদ্য গল্প 'আমার কোরআন আমার ভালোবাসা'—বাংলা ভাষায় অনন্য সৃষ্টি। মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা ইসলামের ব্যাপারে একজন সংশয়বাদী এবং কোরআনের প্রতি অনাগ্রহী কীভাবে কোরআনের প্রেমে অস্থির চিত্ত হয়ে উঠলেন, কীভাবে কোরআনই হয়ে উঠল জীবনের একমাত্র সাধনা, কোরআনের প্রতি বেকুল হৃদয়ের যে আকুলতা আর আবেদন—এ বইটি মূলত তারই প্রতিচ্ছবি।

মুসলিম হিসেবে আমরা সকলেই কোরআনকে ভালোবাসি, কোরআনের ভাষা আরবিকে ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসার দাঁড়ি-কমা কেমন হবে, কোরআনের প্রতি ভালোবাসার জার্নিটা কেমন হবে, সেসব জানি না; এ বই মূলত প্রত্যেক মুসলিমের কোরআনের প্রতি ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ছক এঁকে দিয়েছে।

বইয়ের লেখক একজন অসাধারণ মেধাবী; আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের গভীর পাঠক, সে হিসেবে তাঁর লিখিত শব্দচয়ন, বানান ও ভাষার ব্যাপারে প্রমিত ভাষা ও বানানরীতি প্রয়োগ করা হয়নি। আশা করছি, আমাদের অন্য বইয়ের সাথে বানানের ভিন্নতার বিষয়টি পাঠক ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনায় রাখবেন।

বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে অনেকেই অনেকভাবে চেষ্টা ও কষ্ট করেছেন

মহান আল্লাহ প্রত্যেকের যথার্থ জাযা দিন; আর ভুল-ত্রুটি কিংবা পরামর্শ থাকলে বিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানাবেন। আমরা আপনার অভিমত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করব ইন-শা-আল্লাহ।

সব ভালোকিছুর তাওফিক তো মহান আল্লাহরই পক্ষ থেকে, মন্দ ও দোষত্রুটি আমাদের নিজেদের এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং সকল প্রশংসা দোষমুক্ত মহান আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম প্রিয় নবির প্রতি—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

—নিবেদক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাবাহ পাবলিকেশন

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মহান রবের কাছে, যিনি জাহিলিয়াতের ঘন আঁধারে আমি যখন পথ হারিয়েছিলাম, পাগলের মতো একটুখানি আলো খুঁজছিলাম, তখন আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

আমি আমার রবের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ যে, যখন আঁধারে পথ হারিয়ে আমি সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছিলাম, সেসময় কোরআনের আলো দিয়ে আমার সংশয়বাদী অন্তরকে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী অন্তরে পরিণত করেছেন।

আমি আমার রবের কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে কোরআন পড়তে শিখিয়েছেন যখন আমি কোরআন পড়তে জানতাম না। তিনি আমাকে কোরআনকে কোরআনের ভাষায় বুঝতে শিখিয়েছেন, যখন আমি এর একটি শব্দও বুঝতাম না। আর সেইসাথে তিনি নিজ অনুগ্রহে আমার কোরআনবিমুখ অন্তরে কোরআনের প্রতি প্রবল ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন।

আমি আমার রবের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ যে, গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে, কোরআনের সাথে এ পথযাত্রায় তিনি আমাকে বারে বারে পথ দেখিয়েছেন। পথ চলতে গিয়ে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে আমি যখন হতাশায় ডুবে গিয়েছি, তখন তিনি আমার হৃদয়ে আশায় আলো জ্বেলে দিয়েছেন।

এ ছাড়া আমি কৃতজ্ঞ আমার জীবনসঙ্গীর কাছে, যার হাত ধরেই মূলত আমার লেখাগুলো প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। নিজে লেখক না হয়েও সে আমাকে প্রতিনিয়ত লেখালেখি করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। আমার লেখাগুলো নিয়মিত তার

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন মানুষ কোরআনের দিকে ফিরে আসে।

আমি কৃতজ্ঞ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে, যার কল্যাণ আর প্রচেষ্টাতেই আজ বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সে নিজেও একজন লেখক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তার লেখা 'আল-মাহী-উল-মুলক' নামের বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞ আমার সন্তানদের কাছে, যারা তাদের আত্মভোলা লেখক মায়ের সকল অপারগতাকে সবসময় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে এবং লেখক হিসেবে আমার সাফল্য কামনা করেছে।

আমি কৃতজ্ঞ দেশে-বিদেশে অবস্থিত আমার এ লেখার সকল পাঠকের কাছে, যারা আমার লেখাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়েছে।

সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞ সাবাহ পাবলিকেশনের নবীন প্রকাশকের কাছে, যিনি অত্যন্ত কম সময়ে, তার হাজারো ব্যস্ততার মাঝে, দিনরাতের ঘুম হারাম করে আমার এই বইটি প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছেন এবং আমার এ লেখাকে একটি মানসম্মত বইয়ে রূপ দেবার লক্ষে স্বল্প সময়ের মাঝে যা যা করা প্রয়োজন তার সবই করেছেন।

আল্লাহ বলেন—

> *'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের (নিয়ামতকে) বাড়িয়ে দেবো। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, (তবে জেনে রেখো) আমার শাস্তি খুব ভয়াবহ।'—সুরা ইবরাহীম, আয়াত ৭*

ফাহমিদা মুন্নী।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

# সূচিপত্র


উৎসর্গ ..... ৫

প্রকাশকের কথা ..... ৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... ৮

মুখবন্ধ ..... ১৩

অন্ধকার থেকে আলোয় ..... ১৬

চ্যালেঞ্জের মুখে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস ..... ২১

কোরআন বাড়িয়ে দিল বন্ধুত্বের হাত ..... ২৫

কোরআন শাশ্বত বিজ্ঞান সদাপরিবর্তনীয় ..... ২৯

কোরআনের ভাষায় প্রথম কোরআন অনুধাবন ..... ৩৪

অন্যরকম এক ভালোবাসার গল্প ..... ৩৯

স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা ..... ৪৩

অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি ..... ৪৭

কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝার গুরুত্ব ..... ৫২

কোরআনের জাদুকরী প্রভাব ..... ৫৬

বন্ধুর পথে যাত্রা ..... ৬১

নতুন আশার আলো ..... ৬৫

রবের অপার অনুগ্রহে পথচলা ..... ৭০

আফসোস! এই উম্মতের জন্য! ..... ৭৫

ঘন আধাঁরে ক্ষীণ আশার আলো..... ৮০
আমার রব যা কেড়ে নেন, তার থেকে বহু গুণে তা ফিরিয়ে দেন .....৮৪
নতুন কাণ্ডারীর সাথে পথযাত্রা..... ৮৮
কোরআন কি না বুঝে পড়ার জন্য নাযিল হয়েছে? ..... ৯২
যে কোনো অর্জনেই চাই একনিষ্ঠ সাধনা .....৯৬
পর্দার আড়ালের মানুষ.....১০০
কোরআনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ..... ১০৪
অশান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি কোরআন .....১০৮
অবিরাম চেষ্টার পুরস্কার .....১১২
কোরআন বুঝতে চাই আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান.....১১৬
লেগে থাকুন, চেষ্টা করুন .....১২১
লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষকের.....১২৭
ভাষার গভীরে অবগাহন ..... ১৩২
স্মার্টপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব কল্যাণ ..... ১৩৭
ডুবুরীর ন্যায় অলংকার শাস্ত্রের গভীরে অবগাহন.....১৪২
যে জ্ঞানের রাজ্যের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই ..... ১৪৬
যে সুর এই পৃথিবীর সব সুরকে হার মানায় .....১৫১
সপ্ত আসমানের দূরত্ব পেরিয়ে আসা রং..... ১৫৫
হৃদয়ে জীবন্ত কোরআনের প্রভাব .....১৫৯
কোরআনের সাথে অনন্তকালে যাত্রা ..... ১৬৪
জ্ঞানসমুদ্রের বালুকাময় তীরে ..... ১৬৯
বালাগাহ শাস্ত্র খুলে দিল জ্ঞানের নতুন দুয়ার .....১৭৪

আমি হেঁটেছি, আর আমার রব আমার দিকে দৌড়ে এসেছেন.....১৭৯

সমগ্র কোরআন হৃদয়ে ধারণ করার ব্যর্থ চেষ্টা ..... ১৮৪

কোরআনের অতুলনীয় সাহিত্যিক সৌন্দর্য ..... ১৯০

মানবরচিত সুরের সাথে বিচ্ছেদ .....১৯৪

আরবী সাহিত্যে হাতেখড়ি..... ১৯৮

ভাষা শেখার সঠিক পদ্ধতি আসলে কোনটি?.....২০৩

শিক্ষকতার শুরু ও নতুন পথের সন্ধান ..... ২১১

এ বই লিখতে গিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা.....২২২

শেষের কথা .....২২৯

# মুখবন্ধ

এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই ভালোবাসার কিছু জিনিস থাকে, হতে পারে সেটা কোনো মানুষ, কিংবা কোনো বস্তু বা বিষয়। আর যদি সেই ভালোবাসা তীব্র হয়, তবে সেই ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই একজন মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। আর সেইসাথে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কিংবা আবেগ-অনুভূতি সাধারণত সেই ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই হয়।

এখন থেকে ২৫ বছর আগে, অনেক পথঘাট পেরিয়ে, জীবনের বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে, আমার জীবনের সেই ভালোবাসাকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, যে প্রগাঢ় ভালোবাসার কাছে জীবনের আর সকল ভালোবাসা ম্লান হয়ে গিয়েছিলো।

যে কোরআনের সাথে দীর্ঘজীবন আমার দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিলো না, সেই কোরআনকে কোনোদিন আমি পাগলের মতো ভালোবাসব, কিংবা সেই কোরআনই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, তা ছিলো আমার কল্পনারও বাইরে। কিন্তু আমার মহান রবের এটাই ইচ্ছা ছিলো যে, তিনি তার নগণ্য আর গুনাহগার এই বান্দার হৃদয়ে কোরআনের প্রতি তীব্র ভালোবাসা নিক্ষেপ করবেন, যেভাবে তিনি ফেরাউনের স্ত্রীর অন্তরে মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি প্রবল ভালোবাসা নিক্ষেপ করেছিলেন, আর ফেরাউনের শত্রুকে তিনি তার স্ত্রীর নয়নের মণি করেছিলেন। বস্তুত তিনিই তো সেই সত্তা, যিনি এই পৃথিবীর সকল অসম্ভবকে সম্ভব করেন।

এ সমাজের অন্যান্য সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মতোই আমিও ছেলেবেলায় কোরআন নামের এই গ্রন্থটি কোনোরকমে একটু পড়তে শিখেছিলাম। সব মুসলিম শিশুদের মতো আমিও ১০/১২ বছর বয়সে কোরআন একবার না বুঝে

খতমও দিয়েছিলাম; কিন্তু এই গ্রন্থ যে অভাবনীয় এক গ্রন্থ, এই পৃথিবীর তাবৎ গ্রন্থ যে এই গ্রন্থের কাছে তুচ্ছ, এই গ্রন্থ যে মানুষের জীবন, চিন্তাচেতনা আর জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তনকারী জাদুকরী এক গ্রন্থ, সে সর্ম্পকে তখন আমার কোনো ধারণাও ছিলো না। আর তাই তো যুগ যুগ ধরে আমার হাতের নাগালে, ধূলিধূসরিত অবস্থায় আশ্চর্য এই গ্রন্থ আমার পাঠাগারের এক কোণে অবহেলায় পড়ে ছিলো, যেটা কোনোদিন খুলে দেখার প্রয়োজন আমি অনুভব করিনি।

তারপর যেদিন আমার মহান রব তাঁর নগণ্য এই বান্দাকে তাঁর অনুগ্রহে ধন্য করতে চাইলেন, সেদিন আমি এই গ্রন্থের একটি বঙ্গানুবাদ খুলে বসলাম, সেটাও আবার দোদুল্যমান চিত্তে। তারপর জাদুকরী এই গ্রন্থ বদলে দিল আমার জীবন, বদলে দিল আমার চিন্তার জগত, বদলে দিল আমার জীবনের লক্ষ্য, একনিমেষে দিয়ে দিল আমাদের জীবন, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আমাদের প্রকৃত গন্তব্য সর্ম্পকে আমার না জানা হাজারো প্রশ্নের উত্তর। সেইসাথে পথহারানো পথিকের মতো আমার অস্থির মনটাকেও করল প্রশান্ত। আর আমার দোদুল্যমান আর দুর্বল ঈমানকে করল ক্রমান্বয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর।

যেদিন প্রচণ্ড ভালোবাসা নিয়ে এই গ্রন্থকে আমি পরম মমতায়, একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আগলে ধরেছিলাম, তারপর প্রায় ২৫ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে আমার সেই ভালোবাসায় এতটুকু ফাটল ধরেনি; সময়ের সাথে সাথে সেই ভালোবাসা এতটুকু ম্লান হয়নি। এই দীর্ঘসময়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো কোরআন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সযতনে আমার হাতটি ধরে আমাকে অন্ধকার গলি-ঘুঁপচি থেকে উঠিয়ে এনে উজ্জ্বল আর আলোকিত পথের দিকে পথ দেখিয়েছে, আমার জীবনের সকল ভুল চিন্তাভাবনা আর কাজগুলো ধীরে ধীরে পরম মমতা নিয়ে শুধরে দিয়েছে।

গত ২৫ বছর যাবত আমি একটি বিষয় হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি যে, যারা এই জাদুকরী গ্রন্থের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা এই দুনিয়ার জীবনে তাবৎ ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব, আর যে এই জাদুকরী গ্রন্থকে ভালোবাসার নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে, সে তাবৎ দুনিয়ার কাছে দরিদ্র মানুষের কাতারে থাকলেও, সেই প্রকৃত অর্থে ঐশ্বর্যশালী।

*এ জন্যই তো আমার মহান রব বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই কোরআন (মানুষকে) পথনির্দেশ দেয় সেই দিকে, যা সবচাইতে সঠিক, আর মুমিনদের মাঝে যারা সৎকর্মশীল, তাদের মহান পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়।' —সুরা ইসরা, আয়াত ৯*

দুনিয়ার জীবনে, যুগে যুগে মহামূল্যবান এই গ্রন্থকে যারাই বুকে তুলে নিয়েছে, তাদেরই আমাদের রব দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেছেন। আর যারা এর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের তিনি ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের হাজারো ব্যস্ততা আর শোভা-সৌন্দর্য দিয়ে ধোঁকার মাঝে ফেলে রেখেছেন।

আফসোস! এই মানবজাতির জন্য!!

তারা যদি এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতো, তাহলে তারা তাদের জীবনের সকল কিছুর  বিনিময়ে হলেও এই গ্রন্থের ভালোবাসা অর্জন করতো।

আফসোস! এই মুসলিম জাতির জন্য!!

যদি তারা এই গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতো, তবে তারা আজ এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসে থাকতো। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিতেন, আর আখিরাতে তাদের প্রবেশ করাতেন চিরসবুজ পত্রপল্লব শোভিত, নহর প্রবাহিত আর চিরস্থায়ী নিয়ামতে ভরা অপরূপ এক জান্নাতে।।

ফাহমিদা মুন্নী।
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

# অন্ধকার থেকে আলোয়

যদিও আমি একেবারে বইপাগল মানুষ, অজগরের মতো একের পর এক মোটা মোটা বই গো-গ্রাসে গিলে খেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই, তারপরও 'কোরআন' নামক এই বইটির প্রতি আমার কোনো কালেই কোনো আগ্রহ ছিলো না, ছিলো না এর সাথে আমার দূরতম কোনো সম্পর্ক।

মজার বিষয় হলো, আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের থেকে আমাদের পরিবারে কোরআনের চর্চাটা একটু বেশিই ছিলো। কারণ আমার বাবা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেই জাহিলিয়াতের জীবন ত্যাগ করেছিলেন। উনার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে কোরআনের বেশকিছু বাংলা অনুবাদসহ কোরআনের ভালো ভালো কিছু বাংলা তাফসীরও ছিলো; কিন্তু তবুও কেন যেন হায়রোগ্লিফিক্সের মতো দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা এই বই আমাকে কখনোই টানতো না।

আমার ধর্মভীরু মা ধর্মের প্রতি আগ্রহ তৈরীর নিমিত্তে, আমাদের 'সঞ্চয়িতা' আর 'গীতাঞ্জলী'র পাশাপাশি পীর-ফকীর-দরবেশ-আউলিয়াদের অনেক গল্প শোনাতেন, যেগুলোর বেশির ভাগই আমার কাছে রূপকথার অবাস্তব গল্পের মতো মনে হতো। মনে আছে, ছেলেবেলায় যে শিক্ষক আমাদের কোরআন পড়াতে আসতেন, আমরা ভাইবোনরা উনাকে দুইচোখে দেখতে পারতাম না। এলেবেলে করে কোনোরকমে পড়ার সময়টুকু শুধু পার করে দিতাম।

তারপর, বেশ কয়েক বছর পর, সেই কোরআনের শিক্ষকের কাছে কোরআন

পাঠ করার নিয়মকানুন শিখে, এগারো কি বারো বছর বয়সে একবার কোরআন খতম দিয়ে, কোরআনের প্রতি আমার সকল দায়িত্ব-কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে ভেবে একে তাকের উপর খুব যত্ন করে উঠিয়ে রাখলাম।

বইপ্রেমী একটি পরিবারের মধ্যেই আমি বেড়ে উঠেছিলাম। কারণ, আমার বাবা-মা দু'জনেই বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন; তবে দু'জনের মাঝে আমার মা ছিলেন একেবারে সাহিত্যমনা একজন মানুষ। মনে আছে, ছুটির দিনে কিংবা বৃষ্টিভেজা দুপুরে, আমার মা আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে গোল করে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন কবিতা পড়ে শোনাতেন। কখনো পড়ে শোনাতেন 'দুই বিঘে জমি' আবার, কখনো বা পড়তেন 'লিচু চোর'। চোখ বুজলে এখনো মায়ের ভরাট গলায় শুনতে পাই 'দুই বিঘে জমি' কবিতার নায়ক উপেনের সেই বুকফাটা আর্তনাদ—

'এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।

মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে, তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।'

যাই হোক, বারো বছর বয়সে সমগ্র কোরআন একবার শেষ করার পর শুরু হলো আমার সাহিত্য নিয়ে সাধনা। দেশী-বিদেশী খ্যাতনামা লেখকদের উপন্যাস, গল্প, কবিতার মাঝে কেটে গেলো জীবনের দীর্ঘ একটি সময়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এ দীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্যচর্চায় একেবারে নিমগ্ন থাকায়, কোরআন পড়া তো দূরের কথা, কোরআন একবার খুলে দেখার সময়ও হয়নি আমার; তবে সেটা নিয়ে আসলে তখন আমার কোনো মাথাব্যথাও ছিলো না। কারণ, তখন আমার জীবনে কোরআন নামক এই ঐশীগ্রন্থের না ছিলো কোনো মূল্য, আর না ছিলো এর সাথে আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক।

গোল বাঁধলো তখন, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে কোরআন বাংলায় পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে আছে, তখন আমি জীবনের চরম এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে। তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ আর আরজ আলী মাতুব্বরদের মতো

পাঁড় নাস্তিকদের বই পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, জীবনে এসপার কিংবা ওসপার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ছাড়বো। কারণ, বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে অন্ধের মতো কোনোকিছুতে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মটাকে যৌক্তিক মন দিয়ে বোঝার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—হয় ধর্মকে জেনেবুঝে যদি মানবার মতো হয় তবে মানবো, আর তা না হলে, সমাজের সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রয়োজনে নাস্তিক হয়ে যাবো। কিন্তু তবুও বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝামাঝি দোদুল্যমান কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো না। আমার মহান রব হয়তো তখন আমার এই সিদ্ধান্তে হেসেছিলেন। কারণ, আমি না জানলেও তিনি আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরিই জানতেন।

তবে আমার এ সাহসী সিদ্ধান্তের পেছনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা—দুটোই সমানভাবে প্রভাব ফেলেছিল। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কৃষ্টিকালচার আর আধুনিকতার নামে শেখানো হয়েছিলো যে, এ পৃথিবীর সৃজনশীল আর বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা নাকি ধর্মে বিশ্বাস করে না। আর তা ছাড়া, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির এই চোখ ধাঁধানো উৎকর্ষের যুগে, অন্ধের মতো হাজার বছরের পুরনো ধর্মে বিশ্বাস করাটাও লজ্জাজনক। তাই আমি লক্ষ করতাম, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্মভীরু মানুষদের একটু বাঁকা চোখে দেখা হতো।

যাইহোক, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি কোরআনের একটি বাংলা অনুবাদ খুঁজে বের করলাম। কোরআনের খুব ভালো কোনো বাংলা অনুবাদ তখন ছিলো না। ফলে হাতের কাছে যা পেলাম তা দিয়েই শুরু করলাম। পড়ার সময় অনুবাদের মান নিয়ে আমি যারপর নাই বিরক্ত হলেও কোরআনের একের পর এক শক্তিশালী আয়াত যেন আমার চিন্তার জগত একেবারে এলোমেলো করে দিচ্ছিলো।

এরপর আমার কী হলো আমি জানি না! সব কাজ একপাশে ফেলে, সমস্ত দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, আমি রুদ্ধশ্বাসে কোরআনের পুরো অনুবাদ পড়ে শেষ করে ফেললাম। সাহিত্যের অলি-গলি-ঘুঁপচিতে ঘুরে বেড়ানো আমি, কোরআনের

মোটামুটি গোছের একটি অনুবাদ পড়েই এ বইয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। মনে আছে, তখন আমি এ দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আলিয়স ফ্রঁসেস-এ খুব মনোযোগ দিয়ে ফরাসী ভাষা শিখছি। ফরাসী ভাষায় চিঠি লিখতে আর ভাবের আদান-প্রদান করতে পেরে বেশ গর্বিতও বোধ করছি।

কিন্তু কোরআনের বঙ্গানুবাদ প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ফরাসী ভাষার পেছনে আর সময় নষ্ট না করে, আমি এখন আরবী ভাষা শিখবো। কোরআনের সৌন্দর্য আর মাধুর্যকে এর মূলভাষায় একেবারে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবো। কিন্তু কোথায় শিখবো? কে শেখাবে আমাকে এই জাদুকরী বইয়ের ভাষা? নাছোড়বান্দার মতো খুঁজতে আরম্ভ করলাম। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেলাম কোরআন-প্রেমিক এক চিকিৎসকের, যিনি নাকি বিনা পারিশ্রমিকে, সপ্তাহে একদিন আরবী ভাষা শেখাবেন।

প্রথম দিন ক্লাসে গিয়ে দেখলাম, শ'দুয়েক বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণ বিশাল হলরুমে মধ্যবয়সি, মাঝারী উচ্চতার, উজ্জ্বল আর হাসিখুশি চেহারার সেই চিকিৎসক ক্লাস নিচ্ছেন। কোরআনের প্রতি উনার হৃদয় উপচানো ভালোবাসা উনার সাদামাটা মুখটিকে যেন জ্বলজ্বলে এক নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছিলো। সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের বলয়ে আমার মন একেবারে বাঁধা পড়ে গেলো। শুধু তাই নয়, আমি দেখলাম, সাদা ছোট একটি বোর্ডে উনি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত আরবীতে লিখছেন, আর কোনো অনুবাদ ছাড়াই অবলীলায় অর্থ বলে যাচ্ছেন।

এ দেশের শীর্ষস্থানীয় এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় গ্রাজুয়েশন করে, ফরাসী ভাষার মতো উচ্চমার্গের ভাষায় মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করার পরেও, কোরআন এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে নিজের চরম অজ্ঞতা আর মূর্খতা, আমার নিজের কাছে নিজেকে যেন একেবারে অপরাধীর কাতারে দাঁড় করিয়ে দিলো। লজ্জিত আর ভগ্নহৃদয়ে আমি মনে মনে ভাবলাম, হায়! এত দীর্ঘকাল ধরে, এত পড়াশোনা আর সাহিত্যচর্চা করে যে আমি আসলে মূর্খই থেকে গেলাম!!

এরপর শুরু হলো আমার নতুন এক আলোকিত পথে যাত্রা, যে যাত্রায় শুধু প্রাপ্তি আছে, হারানোর ভয় নেই।

এরপর শুরু হলো নতুন এক ভালোবাসার গল্প, যে গল্পের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই...।।

২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার, ২০২০

# চ্যালেঞ্জের মুখে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস

হিসাব করে দেখলাম, এখন থেকে প্রায় ২০ বছর আগে আমি প্রথম কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়েছিলাম।

না—ভালোবাসা থেকে পড়িনি। আমি শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। আমি মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম সেই অন্ধবিশ্বাস থেকে, যা আমি আমার জন্মের পর থেকে জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে বেড়িয়েছি। আমি মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আর আমার বোধের অগম্য কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম খুব কৌতূহলী আর সেইসাথে যুক্তিবাদী। সবকিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করাটা বোধহয় আমার চরিত্রের একটা অংশ ছিলো। তাই মাঝে মাঝে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'নামাজ কেন পড়তে হয় মা? আর না পড়লেই বা কী হয়?'

মা বলতেন, 'যারা নামাজ পড়বে, তারা বেহেশতে যাবে, আর যারা পড়বে না, তারা যাবে দোজখে।'

কিন্তু আমি ভাবতাম, কোথায়ই বা বেহেশত আর কোথায়ই বা দোজখ? কেউ কি কখনো তা দেখেছে?

আসলে আমি আমার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে তখন এতটাই

দুর্বল আর নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, মাঝে মাঝে মনে হতো, কেউ বুঝি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করলে, কিংবা তাতে আলতো করে একটা টোকা দিলেও তা বুঝি তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। আর ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো গুরুত্বর্পূণ একটি বিষয় নিয়ে এইরকম টলোমলো অবস্থা একজন যুক্তিবাদী আর চিন্তাশীল মানুষের জন্য যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা হয়তো কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!!

তার উপর, আমার ভয়ঙ্কর দুর্বল আর অন্ধবিশ্বাস কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো, যখন আমি এ দেশের স্বঘোষিত নাস্তিকদের বই পড়তে আরম্ভ করলাম। কারণ, তসলিমা নাসরিন আর হুমায়ুন আজাদের মতো নাস্তিকদের বিদ্বেষে ভরা, বিভ্রান্তিকর ও ইসলামের প্রতি চরম আক্রমণাত্মক শত-সহস্র প্রশ্নের কোনো উত্তর তখন আমার কাছে ছিলো না। সেইসাথে এটাও সত্য যে, সমাজ ও পরিবারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আমি যে ধর্মকে অস্বীকার করবো, সেই সাহসও আমার ছিলো না।

শুধু লক্ষ করলাম, দুর্বল বিশ্বাসের কারণে ধীরে ধীরে আমার জীবন থেকে সেই ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের শেখানো ধর্মীয় রীতিনীতি আর আচার অনুষ্ঠানগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সেইসাথে, আমার মুসলিম পরিচয়টা দিনে দিনে কেবল একটা কাগুজে বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।

সে সময় আমার মনে হতো যে, আমি বুঝি অন্তহীন, গহীন আর ভয়াল এক অরণ্যে পথ হারিয়েছি। আমার চারপাশে এতটুকু আলো নেই। আছে শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র থেকে সৃষ্ট ব্ল্যাকহোলের মাঝে লুকিয়ে থাকা সর্বগ্রাসী আঁধার। আসলে আমার অবচেতন মনে আমি তখন হন্যে হয়ে আলো খুঁজছিলাম।

হ্যাঁ, একটুখানি আলো। যে আলোয় আমি হাজারো পথের মাঝে সঠিক পথটাকে চিনে নিতে পারি, আর জেনে নিতে পারি এই জীবনের শেষ প্রান্তে আমার গন্তব্য।

এইরকম অসহনীয় এক টানাপোড়নের মাঝে আমার যুক্তিবাদী মন একদিন আমাকে বললো, 'কোনোকিছুকে যদি তুমি অস্বীকার করতে চাও, তাহলে কেন তা অস্বীকার করছো, সেটাও ভালোভাবে জানা দরকার।'

আমি মনে মনে বললাম, 'তাই তো, আমার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে যদি আমি অস্বীকার করতে চাই, তবে কেন অস্বীকার করছি, সে কারণটাকেও আমার জানতে হবে। অন্ধের মতো বিশ্বাস করা যেমন ভুল, ঠিক তেমনিভাবে, কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে, অন্ধের মতো সেটাকে ছুড়ে ফেলাও ভুল। আর তা ছাড়া, যাদের বই পড়ে ধর্মের প্রতি আমার মনে তীব্র সন্দেহ জন্ম নিয়েছে, তারাও সঠিক বলছেন কিনা, সেটাও তো যাচাই করা দরকার।'

আমার তখন মনে হয়েছিলো, নিজের সাথে নিজের বিরামহীন এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর একটি ভালো উপায় হলো, একবার নিজে নিজে কোরআন পড়ে ফেলা। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত এই কিতাবে কী বলেছেন, তা জানার চেষ্টা করা। আর এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর শেলফে অবহেলায় পড়ে থাকা কোরআনের একটি বঙ্গানুবাদ খুলে বসলাম।

আসলে আমি যখন কোরআন প্রথম বাংলায় পড়তে আরম্ভ করি, তখন এর আয়াতগুলোর গভীরতা আমাকে এত বেশি স্পর্শ করেনি। কারণ, কোরআনের আয়াতের গভীরতাকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার মতো যোগ্যতা বা জ্ঞান কোনোটাই তখন আমার ছিলো না।

সেইসময় যে বিষয়টি আমার চিন্তার জগতকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করেছিলো, তা হলো কোরআনের অনবদ্য আর অনন্য উপস্থাপনা ভঙ্গী। আমি আগেই বলেছি যে, আমি সাহিত্যের অলি-গলিতে হেঁটে বেড়ানো মানুষ। একেবারে বাল্যকাল থেকেই নানা দেশের, নানা জাতের লেখকের লেখার সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিলো। তাই মানুষ কীভাবে লেখে, কিংবা মানুষ কীভাবে তার মনের ভাবকে উপস্থাপন করে, এ বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো।

মনে আছে, বাংলায় কোরআন পড়ার সময়, কোরআনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুরা বাকারাহ-এর বেশকিছু শক্তিশালী আয়াতের উপস্থাপনা ভঙ্গী আমার অন্তরে যেন ঝড় তুলে দিয়েছিলো। এর মাঝে একটি আয়াত ছিল—